

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা :শারমিন আকতার

রোলঃ 22702148228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা :শারমিন আকতার

রোলঃ 22702148228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা শারমিন আকতার, আইডিঃ 22702148228 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: শারফাত কারীম

এরাবিক ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

— (স্বাক্ষর) —

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মোছা :শারমিন আকতার

আইডিঃ 22702148228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সাহাবী:.....	5
নবী (স) কে মান্য করা এবং তাঁর সাহাবিদের অনুসরণ :.....	5
পূর্বেকার আসমানী কিতাবে রাসুল(স) এবং তাঁর সাহাবিদের আলোচনা	6
সাহাবিদের সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা:.....	7
উম্মতের ভিতর সাহাবিদের অবস্থান :.....	7
সাহাবিদের মর্যাদা ও ফজিলত	8
সাহাবা (রা)দের আখলাক বা চরিত্র.....	9
কতিপয় সাহাবা (রাঃ) দের আখলাক সম্পর্কে.....	9
রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাক্ষ্য দান:	9
মুসলিম উম্মাহর প্রতি সাহাবিদের হক:	11
সাহাবায়ে কেরাম,কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এবং রাসুল (স) :.....	12
ইসলামের জন্য সাহাবিদের ত্যাগ ও কোরবানি	14
সাহাবায়ে কেরামের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা নিষেধ:.....	15
মর্যাদা অনুসারে সাহাবিদের স্তর বিন্যাস:	16
কয়েকজন জান্নাতি সাহাবায়ে কেরাম (রা):.....	17
১.হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা):	17
হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা):	20
হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা).....	21
কয়েক জন মহিলা সাহাবী রা:.....	22
উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা):	22
উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা):.....	23
তথ্য নির্দেশিকা.....	24

সাহাবী:

সাহাবাহ(صحابه)বহুবচন।একবচন হচ্ছে সাহাবী (صحابى) এবং সাহিব অর্থ সাথী। যিনি ঈমানের সাথে রাসুল (স) কে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকেই সাহাবী বলে।

সাহাবী মূলত দুই প্রকার।যথা:

১. বিশেষ সঙ্গ বা সোহবত

২. সাধারণ সঙ্গ বা সোহবত।

সাধারণত, যারা নবী করীম (স) এর সোহবত লাভ করেছেন, তাদের মর্যাদা অন্যান্যদের তুলনায় বেশি।

নবী (স) কে মান্য করা এবং তাঁর সাহাবিদের অনুসরণ :

ইসলাম প্রচারের যুগে রাসুল (স) কে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। পদে পদে নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই দুর্দিনে রাসুল(স)কে আগলে রেখেছেন তাঁর প্রিয় সাহাবীগণ।নিজেদের জান মালের বিনিময়ে তাঁরা তাঁকে আগলে রেখেছেন। রাসুল(স) তাঁর সাহাবিদের অনেক ভালোবাসতেন।সাহাবীরাও তাঁর যেকোনো কথা বিনা বাক্যে মেনে নিতেন।

কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا - (البقرة ১৪৩)

অর্থঃ আর এমনিভাবে আমি তোমাদিগকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করিয়াছি, যেন তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য আর রাসূল

সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৪৩)[হায়াতুস সাহাবাহ (রা)]

ইমাম বুখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু হোরাযরা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে আমাকে মান্য করিল সে আল্লাহকে মান্য করিল। আর যে আমাকে অমান্য করিল সে আল্লাহকে অমান্য করিল। আর যে আমার (নিযুক্ত করা) আমীরকে মান্য করিল সে আমাকে মান্য করিল এবং যে আমার (নিযুক্ত করা) আমীরকে অমান্য করিল সে আমাকে অমান্য করিল। [হায়াতুস সাহাবাহ (রা)]

পূর্বেকার আসমানী কিতাবে রাসূল(স) এবং তাঁর সাহাবিদের আলোচনা

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবিব এবং সাহাবিদের কথা পূর্বেকার আসমানী কিতাবে জানিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন

তিনি কখনো রাসূল(স) উপর নারাজ হবে না, রাসূল(স) কখনো আল্লাহর উপর নারাজ হবেন না।

এক রেওয়ায়াতে ওয়াহাব ইবনে মুনাবিহ (রহঃ) এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যাবুর কিতাবে হযরত দাউদ (আঃ) এর উপর এই ওহী নাযিল করিয়াছেন, "হে দাউদ, তোমার পর অতিসত্ত্বর এক নবী আসিবেন, যাঁহার নাম আহমাদ ও মুহাম্মাদ হইবে, তিনি সত্যবাদী ও সাইয়েদ হইবেন। আমি তাঁহার প্রতি কখনও নারাজ হইব না, আর তিনিও কখনও আমাকে নারাজ করিবেন না। আমি তাঁহার অগ্র-পশ্চাতের সকল ভুল-ভ্রান্তি করিবার পূর্বেই মাফ করিয়া দিয়াছি। তাঁহার উম্মাত আমার রহমতপ্রাপ্ত, আমি তাহাদিগকে ঐ সকল নফল কার্য দান করিয়াছি যাহা নবীদিগকে দান করিয়াছি এবং তাহাদের উপর ঐসকল কার্য ফরয করিয়াছি যাহা নবী ও রাসূলগণের উপর ফরয করিয়াছি। অতএব তাহারা কেয়ামতের দিন আমার নিকট এমনভাবে উপস্থিত হইবে যে, তাহাদের নূর নবীদের নূরের ন্যায় হইবে।" এইরূপে অনেক কথা আলোচনার পর অবশেষে বলিয়াছেন,

"হে দাউদ, আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁহার উম্মাতকে সকল উম্মাতের উপর সম্মান দান করিয়াছি। (বিদায়াহ)[হায়াতুস সাহাবাহ(রা)]

সাহাবিদের সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা:

হযরত উসমান (রা) এর মৃত্যুর পর খারেজী, রাফেযী এবং নাসেবীদের বিদ'আত প্রকাশ পায়।এরা সাহাবিদের সম্পর্কে বিভিন্ন বাজে মন্তব্য প্রকাশ করে। তারা সাহাবিদের কাফের বলে আখ্যায়িত করে। তাদের নিন্দা এবং গালমন্দ করে। তাদের ইসলামকে অপবাদ দেয়।এমনকি তাদের দীন দারিতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে।

বিদআ'তের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়িকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত দুই ভাবে মোকাবিলা করেন-

১. কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে সাহাবিদের ফজীলত বর্ণনা
- ২.সাহাবিদের মাঝে সৃষ্ট যুদ্ধ বিগ্রহ প্রতিরোধ সম্পর্কে করণীয়।

উম্মতের ভিতর সাহাবিদের অবস্থান :

পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট জাতির জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে অনেক নবী রাসুল পাঠিয়েছেন। সব নবীর উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো আমাদের বিশ্ব নবী(স)এর উম্মত। প্রতিযোগিতামূলক আমল এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে তার মর্যাদা,কল্যান,ইলম ও অন্যান্য নেকীর ক্ষেত্রে যে চূড়ায় পৌঁছেছেন,সেখানে কেউ পৌঁছানি,,পরবর্তীতে কারও পক্ষে পৌছানো সম্ভব নয়।

। সহীহ গ্রন্থে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.

"তোমরা আমার সাহাবীগণকে গাল-মন্দ কর না। সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার নফস, যদি তোমাদের কেউ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ সদকা করে, তাদের কারও এক মুদ বা তার অর্ধ মুদ পর্যন্তও পৌঁছবে না"।[সাহাবিদের হক ও ফজিলত]

সাহাবিদের মর্যাদা ও ফজিলত

ইসলাম শুরুর প্রথম দিকে সাহাবীগণ, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে অনেক বেশি মর্যাদাবান। নিজেদের জীবন বাজী রেখে তাঁরা দীন প্রচারে সাহায্য করেছে। কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। কঠিন অবস্থায় সবর করেছে। নবী করীম (স) কে জান মাল দিয়ে সাহায্য করেছেন।

১. আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমের একাধিক আয়াতে সাহাবীগণের আমল ও সুন্দর আচরণের প্রশংসা করেছেন। তাদেরকে তিনি মহান সফলতা ও নিজের সন্তুষ্টির ওয়াদা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَبَّيُّهُمْ رُكْعًا سَجَدًا يَتَنَبَّهُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْهُ فَآزَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ([الفتح] 29 :

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকুকারী ও সাজদাহকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারা

সাজদাহ'র চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইঞ্জিলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মতো, যে তার কচিপাতা উদগত ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়ে স্বীয় কাণ্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষিকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন"। [সূরা আ ফাতহ, আয়াত: ২৯][সাহাবীদের হক ও ফজিলত]

সাহাবা (রা)দের আখলাক বা চরিত্র

সাহাবীরা সর্বাধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তাঁরা কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। তাঁরা ছিলেন কোমল মনের অধিকারী। নম্রভাষী। অত্যাধিক পরহেজগারি। ওয়াদা পালনকারী। অধিক ধৈর্য্যশীল এবং ক্ষমাশীল। ন্যায়বিচারক। আল্লাহর প্রতি অধিক তায়াক্কুলকারী ও অল্পেতুষ্টি। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসী। একনিষ্ঠ নামাযী। দীন পালনের ব্যাপারে শত্রুদের প্রতি আপোষহীন। নিঃসন্দেহে, সাহাবী(রা) রা উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

কতিপয় সাহাবা (রাঃ) দের আখলাক সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাক্ষ্য দান:

হযরত হাসান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আবু ওবাইদাহ ব্যতীত আমি ইচ্ছা করিলে আমার যে কোন সাহাবীর আখলাকে খুঁত ধরিতে পারি।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ওসমান কুরাইশী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁহার মেয়ের ঘরে যাইয়া দেখিলেন, তিনি হযরত ওসমান (রাঃ) এর মাথা ধুইয়া দিতেছেন। বলিলেন, হে বেটি, আবু আব্দুল্লাহ উত্তমরূপে সেবা কর। কারণ, সে আমার সকল সাহাবা অপেক্ষা আমার সহিত আখলাকে অধিক মিল রাখে।

হযরত আবু হোরাযরা (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত ওসমান (রাঃ) এর স্ত্রী-হযরত রুকাইয়া (রাঃ) এর ঘরে গেলাম। তাঁহার হাতে চিরুনী ছিল। তিনি বলিলেন, এখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে গিয়াছেন। আমি তাঁহার মাথায় চিরুনী করিয়া দিয়াছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আবু আব্দুল্লাহ (অর্থাৎ ওসমান (রাঃ)) কে কেমন পাইয়াছ? আমি বলিলাম, ভাল। তিনি বলিলেন, উত্তমরূপে তাহার খেদমত কর। কারণ সে আমার সকল সাহাবা অপেক্ষা আমার সহিত আখলাকে অধিক মিল রাখে। (মুনতাখাব)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম হযরত আসলাম (রাঃ) এর ছেলে হযরত আবদুল্লা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাফার (রাঃ) কে বলিয়াছেন, তুমি শারীরিক গঠন ও চরিত্রের দিক হইতে

আমার মত হইয়াছ।

হযরত মুসআব ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর আখলাক

হযরত আমের ইবনে রাবিয়াহ (রাঃ) বলেন, হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের দিন হইতে ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হওয়া পর্যন্ত আমার বন্ধু ও সঙ্গী ছিলেন। আমরা একই সঙ্গে হাবশার উভয় হিজরত করিয়াছি। তিনি সকলের মধ্যে আমার সাথী ছিলেন। আমি তাঁহার ন্যায় উত্তমা ও কম বিরুদ্ধাচরণকারী ব্যক্তি কখনও দেখি নাই। [হয়াতুস সাহাবাহ (রাঃ)]

মুসলিম উম্মাহর প্রতি সাহাবিদের হক:

মুসলিম উম্মাহর প্রতি যেসকল হক এবং গুরুদায়িত্ব রয়েছে, তার মধ্যে সাহাবিদের হক অন্যতম। সাহাবিদের মর্যাদা এবং ফজিলত স্বীকার করা। তাদের মিথ্যাবাদী মনে না করা। তাদের প্রতি অন্তরে সন্দেহ পোষণ না করা। তাদের মোহাব্বত অন্তরে লালন করা। তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। তাদের আখলাকের উপর আমল করা

সাহাবীগণের জন্য ইস্তেগফার ও রহমতের দো'আ করা, যেসকল আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতে শিক্ষা

দিয়েছেন:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ

سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ([الحشر] 10 :

"আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে: হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন"।

[সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭-১০][সাহাবিদের হক ও ফজিলত]

সাহাবিদের গালমন্দ করা হারাম। তাদেরকে লানত দেওয়া আরও কঠিন অপরাধ। সাহাবিদের গালমন্দ করা মহানবী (স) এর সাথে ধৃষ্টতার শামিল। কেননা তিনি সাহাবিদের গালমন্দ করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ [الأحزاب] 58 :

"যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোনো অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয়, নিশ্চয় তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ"। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৮]

একটি সহীহ হাদীসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب... ..

"যে আমার কোনো অলীর সাথে শত্রুতা করবে, আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম..."। [সাহাবীদের হক ও بِغَيْرِ]

সাহাবায়ে কেরাম,কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এবং রাসুল (স) :

ইসলাম শুরুর যুগে সমাজে নির্যাতিত মানুষেরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা ছিল উচ্চ শ্রেণির কাফেরদের দ্বারা নির্যাতিত এবং অবহেলিত। তারা সবসময় জন্য রাসুল (স) এর পাশে ছায়ার মতো থেকেছেন। নিজেদের জানমাল দিয়ে রাসুল (স) কে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। মহানবী(স) যখন কোরাইশ নেতাদের ইসলামের দাওয়াত দেন,তখন তারা বলে, সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষদের সরিয়ে দাও।তবেই আমরা তোমার কাছে আসা যাওয়া করব।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, কুরাইশ নেতারা রসূলুল্লাহ সা.-কে বলতো " বেলাল, সুহাইব, খাব্বাব আর ইবনে মাসউদ রা.-এর মতো দরিদ্র লোকেরা সব সময় তোমার সংগে থাকে। আমরা তো আর তাদের সাথে একত্রে বসতে পারিনা। ওদের সরিয়ে দাও, তবেই আমরা তোমাদের দরবারে আসা যাওয়া করতে পারি এবং বুঝতে পারি যে তুমি আসলে কি বলতে চাও।" তাদের এই বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ সা.-কে বলে দিলেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে যারা তোমার চারপাশে এসে একত্র হয়েছে আর দিনরাত নিজেদের

রবের স্মরণে ও আলোচনায় নিরত থাকছে, তাদের সাথিত্ব দ্বারাই তুমি তোমার হৃদয়কে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করো। তাদের থেকে কখনো দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়োনা।[সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা]

সাহাবায়ে কেরামের জন্য ফেরেস্তাদের দোয়া:

মক্কার কাফিরগন যখন সাহাবিদের তীব্র সমালোচনা, যুলুম,নির্যাতন এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অক্ষম অবস্থা দেখে সাহাবিদের মন ভেঙে যায়। তাদের মনোবল হারিয়ে ফেলে। এ সময় নবীজী(স) সাহাবিদের সাঙ্ঘনা দিয়ে বলেন,, আরশবহনকারী ফেরেস্তা এবং তার আশেপাশের সব ফেরেস্তা সাহাবিদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা কোরআনে বলেন,

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ

تَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

"যারা আল্লাহর আরশ বহন করছে আর যারা উপস্থিত রয়েছে তার চারপাশে, তারা সকলেই তাদের রবের হামদ সহকারে তাঁর তাসবীহ করছে। তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করে।" (সূরা আল মুমিন: আয়াত ৭)[সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা]

সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ :

রাসুল(স) এর সাথীরা ছিলেন এমন লোক, যাদের চেহারায় নুর আলোকিত হতো।আর লোকেরা সহজেই বুঝতে পারত, তারা হলেন সর্বোত্তম মানুষ।

سَيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

"তাদের মুখমন্ডলে সিজদা সমূহের চিহ্ন ভাস্বর হয়ে আছে, যার দ্বারা তারা স্বাতন্ত্র্য সহকারে পরিচিত।" (সূরা আল ফাতাহ: আয়াত ২৯)

আল্লাহর একথাটির প্রকৃত তাৎপর্য হলো, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর সংগি সাথিরা এমন লোক যে, তাঁদের দেখা মাত্রই যে কোনো লোক বুঝতে পারে, এরা হলেন সর্বোত্তম মানুষ। কেননা, আল্লাহর আনুগত্যের নূর তাদের চেহারায়ে দীপ্ত জৌতিতে জ্বলজ্বল করছে। তাঁদের এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেই ইমাম মালিক র. বলেন সাহাবায়ে কিরামের বাহিনী যখন সিরিয়ায় প্রবেশ করলো, তখন সেখানকার খৃষ্টানরা বলতে লাগলো, মসীহ আলাইহিস সালামের হাওয়ারীদের গুণ বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা শুনে আসছিলাম, এরা যে দেখছি ঠিক সেইসব গুণবৈশিষ্ট্যেরই অধিকারী।[সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা]

ইসলামের জন্য সাহাবিদের ত্যাগ ও কোরবানি

মক্কী যুগের শেষের দিকে লোকেরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। সমাজ ও বংশীয় মর্যাদার তোয়াক্কা না করে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। জান মালের বিনিময়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ় সংকল্প নিলেন যে, বর্তমানে যতটুকু শক্তি-সামর্থ আমাদের আছে তাই নিয়েই আমরা বের হয়ে পড়বো। দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকার ও টিকে থাকার ক্ষমতা কার আছে এবং কার নেই ময়দানে তার ফায়সালা হয়ে যাবে।

এ চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবার সংকল্প করেই তিনি আনসার ও মোহাজিরদের একত্র করলেন। তাদের সামনে পরিস্থিতি পরিষ্কার করে তুলে ধরলেন। একদিকে উত্তরে বাণিজ্য কাফেলা এবং অন্যদিকে দক্ষিণে এগিয়ে আসছে কুরাইশদের সেনাদল। আল্লাহর ওয়াদা, এ দু'টির মধ্য থেকে কোনো একটি তোমরা পেয়ে যাবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন বলো, এর মধ্য থেকে কার মোকাবিলায় তোমরা এগিয়ে যেতে চাও? জবাবে বিপুল সংখ্যক সাহাবী মত প্রকাশ করলেন কাফেলার উপর আক্রমণ

চালানো হোক। কিন্তু রসূলুল্লাহ সা.-এর সামনে ছিলো অন্য কিছু অভিপ্রায়। তাই তিনি নিজের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। একথায় মোহাজিরদের মধ্য থেকে মিকদাদ ইবনে আমর রা. উঠে বললেন:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْضُ لِمَا أَمَرَكَ اللَّهُ فَإِنَّا مَعَكَ حَيْثُمَا أَحْبَبْتَ لَا تَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى إِذْ هَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ، وَلَكِنْ إِذْ هَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ مَا دَمَتْ عَيْنٌ مِنَّا تَطْرَفُ. ُ

"হে আল্লাহর রসূল। আপনার রব আপনাকে যেরকম যাবার হুকুম দিচ্ছেন সেদিকে চলুন। আপনি যেরকম যাবেন আমরা আপনার সাথে আছি। আমরা বনি ইসরাঈলের মতো (মুসা আ.-কে উদ্দেশ্য করে তারা যেভাবে বলেছিল) একথা বলবো না যাও, তুমি ও তোমার আল্লাহ দু'জনে লড়াই করো, আমরা এখানেই বসে রইলাম।' বরং আমরা বলছি: চলুন আপনি ও আপনার আল্লাহ দু'জনে লড়ুন আর আমরাও আপনাদের সাথে জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করবো। যতোক্ষণ আমাদের একটি চোখের তারাও নড়াচড়া করতে থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত।"[সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা]

সাহাবায়ে কেরামের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা নিষেধ:

একজন মুসলমান অপর একজন মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করবে না। একে অপরের প্রতি ঘৃণা - বিদ্বেষ এবং শত্রুতা থাকা উচিত নয়। তারা একে অপরকে লানত দিবে না এবং পরস্পরের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে। তবে এর মানে এই নয় যে কোন মুসলমান অপর মুসলমানের দোষ ত্রুটি দেখলে বলবে না। কোন ইমানদার ব্যক্তি কোনো কিছুকে ভুল বললে তা ভুল বলা যাবে না অথবা কোনো ভ্রান্ত বিষয়কে ভ্রান্ত বলা যাবে না। এটা ইমানের দাবি নয়। বরং কোনো জিনিসের প্রমাণের ভিত্তিতে বলা এবং ভদ্রতা বজায় রেখে সঠিক টা বলা।

নাসায়ী কর্তৃক আনাস রা. বর্ণিত একটি হাদিস থেকে এ ক্ষেত্রে উত্তম শিক্ষা লাভ করা যায়। তিনি বর্ণনা করেছেন, এক সময় রসূলুল্লাহ সা.-এর মজলিসে একাধারে তিন দিন একটি ঘটনা ঘটতে থাকলো। রসূলুল্লাহ সা. বলতেন:

"এখন তোমাদের সামনে এমন এক ব্যক্তির আগমণ ঘটবে যে জান্নাতের অধিবাসী। আর প্রত্যেকবারই আনসারদের কোনো একজন হতেন সেই আগন্তুক। এতে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের মধ্যে কৌতূহল দেখা দিলো যে, তিনি এমন কি কাজ করেন যার ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সা. তাঁর সম্পর্কে বার বার এই সুসংবাদ দান করলেন। সুতরাং তার ইবাদতের অবস্থা দেখার জন্যে একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করে তিনি পরপর তিন দিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাতে থাকলেন। কিন্তু রাতের বেলা তিনি কোনো প্রকার অস্বাভাবিক কাজকর্ম দেখতে পেলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ভাই, আপনি এমন কি কাজ করেন, যে কারণে রসূলুল্লাহ সা.-এর মুখে আপনার সম্পর্কে এই বিরাট সুসংবাদ শুনেছি। তিনি বললেন। আমার ইবাদত-বন্দেগীর অবস্থা তো আপনি দেখেছেন। তবে একটি বিষয় হয়তো এর কারণ হতে পারে। আর তা হলো:

لَا أَحَدٌ فِي نَفْسِي عِلًّا لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَحْسَدُهُ عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيَّامَهُ.

"আমি আমার মনের মধ্যে কোনো মুসলমানের জন্যে বিদ্বেষ পোষণ করিনা এবং মহান আল্লাহ তাকে যে কল্যাণ দান করেছেন সে জন্যে তাকে হিংসাও করিনা।"[সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা]

মর্যাদা অনুসারে সাহাবিদের স্তর বিন্যাস:

নি:সন্দেহে নবীজী(স) সাহাবীগণ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।তারপরেও এদের মধ্যে স্তর বিন্যাস রয়েছে। সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)।তারপর হযরত ওমর ফারুক (রা)।তারপর হযরত উসমান (রা)। মক্কা বিজয়ের আগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং দীনের পথে দান- খয়রাত

করেছেন তাদের মর্যাদা এবং যারা মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম কবুল করেছেন এবং দীনের পথে দান - খয়রাত করেছেন তাদের মর্যাদার চেয়ে বেশি।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (স) ইরশাদ করেন:

أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُھُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا

النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ. 'আবু বকর ও 'উমার, নাবী ও রসূল ছাড়া পূর্বাপর সকল বয়স্ক জান্নাতীদের নেতা।[সাহাবিদের প্রতি আমাদের করণীয়]

কয়েকজন জান্নাতি সাহাবায়ে কেলাম (রা):

মানব জাতির মধ্যে নবী ও রাসূলগণ সম্মানিত এবং শ্রদ্ধা ভক্তি পাওয়ার যোগ্য। তারপর নবী রাসূলের সাহাবীগণ। সকল সাহাবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন শেষ নবীর সাহাবীগণ। মহানবী (স) এর জীবদ্দশায় বেশ কয়েকজন সাহাবিদের জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। নিচে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল:-

১.হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা):

ইসলামের প্রথম খলিফা হলেন হযরত আবু বকর(রা)। তার পিতার নাম উসমান এবং মাতার নাম উম্মুল খায়ের সালমা। তিনি রাসূল (স) এর চেয়ে ছোট ছিলেন। প্রথমে তিনি ছিলেন রাসূল(স) এর চাচাত ভাই। পরবর্তীতে তিনি রাসূল(স) এর শ্বশুর হন।

তিনি ছিলেন উজ্জ্বল গৌর বর্ণের,ছিপছিপে দেহের অধিকারী।তিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং সহনশীল ছিলেন। ইসলাম গ্রহণকারী নারী পুরুষের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় ছিলেন এবং পুরুষদের মধ্যে প্রথম ছিলেন। তিনি জ্ঞান গরিমা,মেধা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং মক্কাবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন পিতামাতার একমাত্র

আদরের সন্তান। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসুল(স) এর দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। তার সব সম্পদ দাওয়াতী কাজে অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। রাসুল (স) মেরাজের কথা বললে, সবাই যখন বিশ্বাস - অবিশ্বাস দোলায় দুলছিল তখন তিনি এক কথায় নবীজী (স) এর কথা বিশ্বাস করে নিলেন। এজন্য নবীজী(স) তাকে সিদ্দিক উপাধি দেন। রাসুল(স) হিজরতের সময় তিনি এক মাত্র নবীজীর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা

(রা) যখন ইন্তেকাল করেন নবীজী (স) একা হয়ে পড়েন। আবু বকর(রা) অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং আদবের সাথে নিজের অল্প বয়স্ক কন্যা হযরত আয়শা (রা) কে নবীজী (স) এর সাথে বিয়ে দিলেন। হিজরতের পর সকল অভিযানেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। এসকল অভিযানের সময় তার কাছে যা কিছু ছিল তিনি রাসুল (স) এর হাতে তুলে দেন।

রাসূলে করীম-এর ইন্তিকালের সংবাদে সাহাবাগণ যখন সম্পূর্ণ হতভম্ব, তাঁদের যখন চিন্তাই আসেনি, রাসূলের ইন্তিকাল হতে পারে, এমনকি 'ওমর (রা) কোষমুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে ঘোষণা করে বসেন- 'যে বলবে রাসূল -এর ইন্তিকাল হয়েছে তাঁকে হত্যা করব।' এমনই এক ভাব-বিহ্বল পরিবেশেও আবু বকর (রা) ছিলেন অতীব দৃঢ় ও অবিচল চিত্তের অধিকারী। উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি ঘোষণা দেন 'যারা মুহাম্মদের ইবাদাত করবে তারা জেনে রাখ, মুহাম্মদ ইন্তিকাল করেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহর ইবাদত কর তারা জেনে রাখ আল্লাহ চিরঞ্জীব- তাঁর কোন মৃত্যু নেই।' তারপর আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ، وَمَنْ يُّنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا ، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ . ٥

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ব্যতীত আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন তাহলে তোমরা কি পেছনে প্রত্যাবর্তন করবে? যারা পশ্চাতে ফিরে যাবে তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি সাধন

করতে পারবে না। যারা কৃতজ্ঞতা শুনেছে অচিরেই আল্লাহ তাদের প্রতিদান দান করেন। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত-১৪৪)[জাম্বাতি ৪০ সাহাবী]

রাসুল (স) এর মৃত্যুর পর ভন্ড পীরের উদ্ভব ঘটে। আবু বকর (রা) অসীম সাহস,দৃঢ়তা সহকারে এসব ভন্ড পীরের উৎখাত করেন। মুসলমানদের নেতা এবং খলিফা হওয়ার পরেও তিনি অনারম্বর জীবন যাপন করতেন। মহল্লার অলিতে গলিতে ঘুরে সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধান করতেন।

হযরত আবু বকর (রা) এর দীনের ক্ষেত্রে আরেকটি অবদান হলো কুরআন মাজীদ সংকলন এবং সংরক্ষণ। হযরত ওমর ফারুক (রা) এর পরামর্শে তিনি এ কাজ করেন এবং কুরআনের কপিটি তিনি নিজের কাছে রাখেন। ইতিহাসে কুরআনের এ পুরনো কপিটি মাসহাফে সিদ্দিকী নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে উসমান (রা) এর যুগে কুরআনের যে কপিগুলো করা হয় তা মূলতঃ”মাসহাফে সিদ্দিকীর” অনুলিপি মাত্র।

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন অনন্য গুণে গুণান্বিত। তিনি যেমন ছিলেন খোদাভীরু তেমন ছিলেন মানব দরদী। তিনি ছিলেন প্রিয় নবী(স) এর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা):

হযরত উমার (রা) এর কুনিয়াত আবু হাফস এবং উপাধি ফারুক। পিতার নাম খাত্তাব এবং মাতার নাম হানতামা। তিনি রাসুলে করীম (স) এর জন্মের তেরো বছর পর জন্ম গ্রহণ করেন। কৈশোর বয়সে তিনি উট চড়াতে। যৌবনে তিনি যযুদ্বিদ্দা, কুস্তি, বক্তৃতা প্রভৃতি শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন তার সময়কার একজন শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর এবং জাহিলী আরবের এক খ্যাতনামা ঘোড়া সওয়ারী।

হযরত উমার (রা) এর ইসলাম গ্রহণ ছিল খুবই আশ্চর্য ধরনের। তার বোন এবং ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তিনি তাদের বেদম প্রহার করেন। তার প্রিয়

সহোদরার রক্তাক্ত চেহারা দেখে, তার ভিতরে নাড়া দেয় এবং তার সব দ্বিধা -
দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। তিনি ইসলাম কবুল করেন।

হযরত উমার (রা) এর ইসলাম গ্রহণে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের
উন্মোচন হয়। যদিও তার পূর্বে ৪০/৫০ জন লোক ইসলাম কবুল করলেও তারা
প্রকাশ্যে নিজেদের মুসলমান দাবি করতে পারিনি। কিন্তু হযরত উমার (রা) এর
ইসলাম গ্রহণের পর থেকে সবাই প্রকাশ্যে দীন পালন করার সাহস পায়। তিনি
ইসলামের ঘোর শত্রুদের দীনের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। তার কারণে ইসলাম
এবং কুফরের মধ্যে প্রকাশ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় বলেই রাসুল(স) তাকে ফারুক
উপাধি দেন। হযরত উমার (রা) এর হযরত অন্যান্যদের হিজরতের মধ্যে পার্থক্য
ছিল। সবাই হযরত করত গোপনে গোপনে। কিন্তু উমার (রা) প্রকাশ্যে মদিনায়
হযরত করেছেন। তিনি মক্কার কুরাইশদের প্রতি চালেঞ্জ করে হযরত করেছেন।
হযরত উমার (রা) হলেন প্রথম খলিফা যিনি আমীরুল মুমিনীন উপাধি লাভ করেন।
তিনি ফরজ নামায আদায়ের ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তাকে পবিত্র রওজা
মোবারকের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা) এর পাশে সমাহিত করা হয়।

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা):

হযরত উসমান (রা) এর উপাধি যুন নূরাইন। তার পিতার নাম আফফান, মাতার
নাম আওয়া বিনতে কুরাইস। তিনি ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদার তৃতীয় খলিফা। তিনি
নবী করীম (স) থেকে ছয় বছরের ছোট ছিলেন। কুরাইশদের একজন সম্মানিত
ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইসলাম গ্রহণের কারণে অনেক অপমানিত
হয়েছেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর নবীজী (স) তার কন্যা রুকাইয়াকে বিয়ে
দেন। রুকাইয়ার মৃত্যুর পর তার আরেক কন্যা কুলসুমকে বিয়ে দেন। এজন্য তার
উপাধি দেওয়া হয় যুন নূরাইন বা দুই জ্যোতির অধিকারী। হযরত উসমান (রা)
বদর যুদ্ধ ব্যতীত সব যুদ্ধে নবী করীম (স) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। কারণ
বদর যুদ্ধের সময় তার স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন। হযরত উসমান (রা) অত্যন্ত লজ্জাশীল
ছিলেন। তাকে দেখে ফেরেস্তারাও লজ্জা পেত। তিনি মদিনা বাসীর পানির সমস্যা
দূর করার জন্য ইহুদিদের কাছ থেকে বীরে রুমা কূপটি ক্রয় করেন। ভাগ্যের নির্মম

পরিহাস তার মৃত্যুর আগে সেই কূপের পানি পান করা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। মসজিদ ছোট হওয়ার কারণে মুসল্লীর নামায পড়তে সমস্যা হতো বলে তিনি নিজের অর্থে জায়গা ক্রয় করে দিয়ে মসজিদ বড় করেছেন কিন্তু জীবনের শেষ সময়ে সেই মসজিদে নামায পড়তে দেওয়া হয়নি। বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা) কি খলিফা পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। এক সময় বিদ্রোহীরা ফজরের নামাজের সময় কুরআন তিলাওয়াত অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা)

:ইসলামের চতুর্থ খলিফা হলেন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা)। তার উপাধি হলো আসাদুল্লাহ। ছোট বেলা থেকে তিনি রাসুল (স) এর কাছে থাকতেন। কিশোরদের মধ্যে থেকে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। কাফেরদের অত্যাচার নির্যাতন যখন চরম মাত্রায় পৌঁছায়, তখন রাসুলে করিম (স) আল্লাহর নির্দেশে হযরত করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু কাফেররা বুঝতে পেরে হুজুর (স) এর ঘর পাহারা দেন। যখন হুজুর (স) ফজরের নামাজ পড়ার জন্য বের হবেন তারা তাকে সাথে সাথে হত্যা করে ফেলবেন। এহেন কঠিন পরিস্থিতিতে রাসুল (স) হযরত আলী (রা) কে তার চাদর মুড়ি দিয়ে তার বিছানায় শুয়ে থাকতে বললেন। রাসুল (স) এবং আবু বকর (রা) মদিনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। আল্লাহ তায়া'লা কাফেরদের হাত থেকে আলী (রা) কে রক্ষা করলেন।

অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে হযরত আলী (রা) খিলাফতের দরজা উন্মোচিত হয়। খলিফা হওয়ার পর তার প্রথম কাজ হলো হযরত উসমান (রা) এর হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়া।

হযরত আলী (রা) রাসুলে করিম (স) এর প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) এর সাথে বিবাহ হয়। ইমাম হাসান (রা) এবং ইমাম হোসেন (রা) ছিলেন হযরত ফাতিমা (রা) এর গর্ভজাত সন্তান।

হযরত আলী (রা) সকল যুদ্ধ সাহসিকতার সাথে করেছেন বলে তাকে যুলফিকার নামক একখানা তরবারি দান করেন। ইবনে মুনজিম নামক এক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি শানিত তরবারি দিয়ে শুক্রবার ফজরের আযানের সময় হযরত আলী (রা) কে আহত করা হয়। শনিবার কুফায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত আলী (রা) সবসময় অনারম্বর জীবন যাপন করতেন। খলিফা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতেন। তিনি এতটাই অনারম্বর জীবন যাপন করতেন যে সবসময় তিনি মাটিতে শয়ন করতেন। এজন্য রাসুল (স) তাকে মাটির পিতা বলে সম্বোধন করতেন। তিনি সুবক্তা এবং হাদিস বর্ণনাকারী ছিলেন।

কয়েক জন মহিলা সাহাবী রা:

উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা):

খাদিজা (রা) এর পিতার নাম খুলায়েলদ বিন আসাদ এবং মাতার নাম ফাতেমা (রা) বিনতে যায়েদা। তার কুনিয়াত ছিল উম্মে হিনদ। হযরত খাদিজা (রা) এর বাবা ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী। মহানবী (স) এর সাথে বিয়ের আগে হযরত খাদিজা (রা) এর আগেও দুইবার বিয়ে হয়েছিল। নবীজি (স) এর সাথে বিয়ের সাথে তার বাবার মৃত্যুর পর বিশাল ব্যবসার দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পড়ে। ব্যবসা পরিচালনার জন্য একজন বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন। এদিকে আরবের আকাশে বাতাসে নবীজি (স) আল আমিন নাম ধ্বনিত হতে লাগল। হযরত খাদিজা (রা) নবীজি (স) কে তার ব্যবস্থা দেখার প্রস্তাব দেন। তিনি রাজী হয়ে যান। রাসুল (স) এর সুন্দর আখলাক এবং ব্যবসায় দ্বিগুণ লাভ দেখে হযরত খাদিজা নবীজির সাথে বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। তিনি প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। বিয়ের সময় খাদিজা (রা) এর বয়স ছিল ৪০ বছর এবং নবীজি (স) বয়স ছিল ২৫ বছর।

মহানবী (স) এর উপর যখন অহী নাযিল হয় তখন তিনি জিব্রাইল (আ) কে দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। হযরত খাদিজা (রা) এই কঠিন পরিস্থিতিতে নবীজি (স)

কে সাহস যুগিয়েছেন,শাস্ত্রনা দিয়েছেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন।
দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে নবীজি(স) পদে পদে অপমানিত, লাঞ্চিত
হতেন।তিনি তার কষ্টের কথা গুলো হযরত খাদিজা (রা) কে বলতেন।খাদিজা
(রা) এর কথায় তার দুঃখ ভারাক্রান্ত মন শীতল হয়ে যেত।নবীজি (স) হযরত
খাদিজা (রা) কে খুব ভালো বাসতেন।কেউ তার সামনে খাদিজা (রা) কে কোন
কটু কথা বললেই তিনি ভীষণ রেগে যেতেন।নবুয়তের ১০ম বছরের ১১ই রমজান
তিনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে যাত্রা করেন।

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়শা সিদ্দিকাহ (রা):

হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা) এর বাবা ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং
মা ছিলেন উম্মে রুমান(রা) বিনতে আমর।শৈশব কাল থেকেই তিনি ছিলেন
সীমাহীন মেধাসম্পন্ন। বলা হয়ে থাকে যে,অন্য কোন সাহাবী বা সাহাবীয়ারা তার
মতো মেধাবী ছিল না।হুজুর (স) আয়শা (রা)

এর বিয়ের সুসংবাদ স্বপ্নে লাভ করেন। যখন আয়শা (রা) এর শুভ বিবাহ হয়েছিল
তখন তার পুতুল খেলার বয়স ছিল। হযরত আয়শা (রা) জন্মগতভাবে মুসলমান
ছিলেন। তার জীবনে চারটি ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো
ইষ্ক,ইলা,তাহরীম এবং তাখাইয়ির ঘটনা। হযরত আয়শা (রা) এর বিয়ের বয়স
যখন ৯ বছর। তিনি মৃত্যুর রোগে আক্রান্ত হলেন।তেরো দিন তিনি শয্যাগত
ছিলেন। এর মধ্যে ৫ দিন অন্যান্য স্ত্রীর নিকট এবং ৮ দিন হযরত আয়শা (রা)
এর কাছে ছিলেন। তিনি আয়শা (রা) এর কোলের উপরই ইন্তেকাল করেন।

কতিপয় বিশেষ ফজিলতে হযরত আয়েশা (রাঃ) সকল সাহাবী ও মহিলা সাহাবীর
মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারিনী। কাসিম বিন মুহাম্মাদের (রাঃ) বর্ণনা অনুযায়ী
হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বয়ং বলেছেন, আমার মধ্যে ১০টি গুণ এমন রয়েছে যা
রাসুলের (সাঃ) অন্য স্ত্রীর মধ্যে নেই।

(১) কুমারী অবস্থায় রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে শুধু আমারই বিয়ে হয় (২) জিবরিল আমিন (আঃ) আমার সুরতে হজুরের (সাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন যে, আয়েশাকে (রাঃ) বিয়ে করুন। (৩) আল্লাহ পাক আমার জন্য বারায়াত বা পবিত্রতার আয়াত নাযিল করেন (৪) আমার মাতা-পিতা উভয়েই মুহাজির (৫) আমি হজুরের (সাঃ) সমুখে থাকতাম এবং তিনি নামাযে মশগুল হতেন (৬) আমি এবং রাসূলে করিম (সাঃ) একই পাত্রে গোসল করতাম। (৭) ওহী নাযিলের সময় শুধু আমি তাঁর পাশে থাকতাম। (৮) যেদিন আমার পালা ছিল সেইদিনই রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ইন্তেকাল হয়। (৯) যখন প্রিয় নবীর (সঃ) পবিত্র রুহ আল্লাহর দিকে যাত্রা করে তখন হজুরের (সাঃ) পবিত্র মাথা আমার কোলের ওপর ছিল। (১০) আমার হজরতেই রাহমাতুললিল আলামীনকে (সাঃ) দাফন করা হয়। [মহিলা সাহাবী]

হযরত আয়শা (রা) অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেকোনো হাদিস তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া গ্রহণ করতেন না। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। ইবাদতের ব্যাপারে তিনি খুবই সোচ্চার ছিলেন। ফরজ নামায ছাড়াও তিনি অনেক নফল নামাযও পড়তেন। জীবনে অনেক তাহাজ্জুদ এবং চাশতের নামায ও পড়েছেন। রমজান মাস ছাড়াও সারা বছর অনেক নফল রোজা রেখেছেন।

তিনি ৬৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তার মৃত্যুতে ইসলামী বিশ্বে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল।

তথ্য নির্দেশিকা

- সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা
- সাহাবায়ে কেরাম আমাদের প্রেরণা
- সাহাবিদের প্রতি আমাদের করণীয়
- মহিলা সাহাবী
- আশরায়ে মুবাশশারাসহ জান্নাতি ২০ সাহাবী
- সাহাবিদের হক ও ফজিলত
- হায়াতুস সাহাবাহ (রা)

